প্রথম অধ্যায়

[illegible]কিগারণা লইয়া [illegible]

[illegible]তাহারা কোন [illegible] কাজীর সম্মুখে [illegible] দুই জনে বয়াধ- [illegible] অভিযোগ করিতে [illegible] বাদী হইবেন, এই [illegible]দিগকে নিকটে ডাকিলেন। [illegible] যে বুঝি আপনার বাঁধিবার [illegible] দেখিয়া তাহাদিগকে [illegible]ছেন, ও ঐ বোধে হর্ষ- [illegible] উপস্থিত হইল।

[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা [illegible] কি ফরিয়াদ করিতে আ- [illegible]ছিস," সে কথা আমরা নি- [illegible] কাজী একান্তে গিয়া বসি- [illegible] আনুপূর্বিক পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত [illegible] কাজীসাহেব অপ্রস্তুত [illegible] কহিলেন, "যে কোন সুচতুর [illegible] সহিত জানিয়া প্রতা- [illegible] বিষয়ে অস্বীকার করি, [illegible] করিয়া বেড়াইবে, এবং [illegible] অদ্যাপি স্বীকার [illegible], অস্বীকার [illegible] স্বী- [illegible]

[illegible] আমাদের সম্বাদ[illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] বিষয়াশয় আছে তাহা [illegible] করিবে, আমরা [illegible] চাহি না।" কাজীসাহেব ভাবিলেন, "একথা কোন ভদ্রলোক শুনিতে পাইলে অত্যন্ত লজ্জাদায়ক হইবে; এবং এখন যাহারা আমাকে কাজীসাহেব বলিয়া মান্যমান করিতেছে, সে সকলে পাজী বলিয়া আখ্যান করিবে, অতএব গোপনে এই পাগলদিগকে শান্ত করাই শ্রেয়;" অপর এপ্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহাদিগের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন।

কুলীন-কুলসর্বস্ব-নাটকের সমালোচন।

স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই অনুকরণে রত। অন্যের অবস্থা, অন্যের ভাব, বা অন্যের রাগদ্বেষাদি ধর্ম উজ্জ্বলরূপে মনে বিকসিত হইলেই সেই ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের অনুকরণ করিতে প্রায়ঃ সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। কদাপি ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ [illegible] স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুকরণ-ক্রিয়া মনুষ্য-মাত্রেরই আনন্দজনক। বালকেরা [illegible] তৎপর; পিতৃমাতৃ বয়স্য পরিজন [illegible] বনযাত্রায় যে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন [illegible]কেরা তাহার অনুকরণ করিতে নিয়ত [illegible] থাকে; তাহাদিগের অত্যন্ত প্রমোদজনক [illegible] মধ্যে ঐ অনুকরণ-কার্য্যই সর্বপ্রধান। [illegible] স্থাপন করা, তাহাতে মৃত্তিকাদি [illegible] কা-ল্পনিক [illegible] প্রস্তুত করা, [illegible] করা, কাষ্ঠপুত্তলিকাকে [illegible] [illegible]

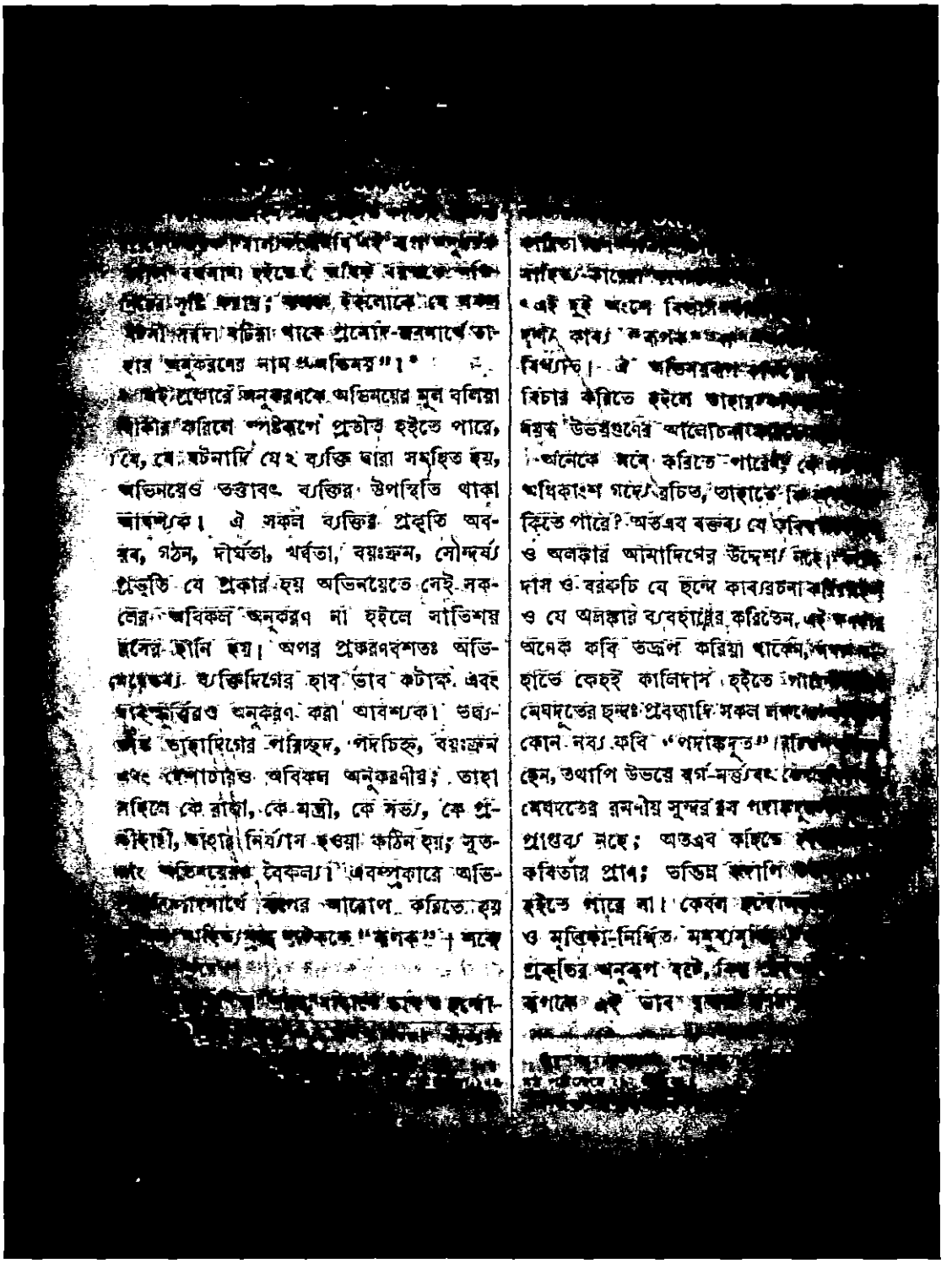

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলা নাটক রচনার প্রেক্ষিত

বাংলা নাটকের জন্মের ইতিহাসটা দেখলে প্রথমেই নজরে আসে 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার' (১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) -এর জন্মদাতা রুশ দেশীয় গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিবিয়েদফ (জন্ম ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) কর্তৃক নাট্যকার মলিয়রের লেখা "**Love is the Best Doctor**" আর রিচার্ড পল জোডরেলের লেখা "**The Disguise**" এর বঙ্গানুবাদের কথা। "**Love is the Best Doctor**"-এর বঙ্গানুবাদ অভিনীত হওয়ার কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায় না। তবে শেষোক্ত নাটকের বঙ্গানুবাদ 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার' -এ অভিনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্যর রিচার্ড পল জোডরেলের লেখা তিন অঙ্কের কমেডি "**The Disguise**" -এর বঙ্গানুবাদের নাম দেওয়া হয় '**কাল্পনিক সংবদল**'। অনূদিত নাটকটি ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ শে নভেম্বর এবং পরের বছর ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ শে মার্চ 'বেঙ্গলী থিয়েটার' -এ অভিনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। অর্থাৎ প্রথম বাংলা নাটকটি অনূদিত নাটক। এর আগেই ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে ইংরেজি নাটক অভিনীত হতে শুরু করে দিয়েছিল। 'ওল্ড প্লে হাউস', 'নিউ প্লে হাউস' (স্থায়িত্বকাল ১৭৭৫-১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ), 'মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার' (স্থায়িত্বকাল ১৭৮৯-১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ) -এ। পরবর্তীকালে 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটার' (স্থায়িত্বকাল ১৭৯৭-১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ), 'এথেনিয়াম থিয়েটার' (স্থায়িত্বকাল ১৮১২-১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ), 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' (স্থায়িত্বকাল ১৮১৩-১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ), 'সাঁ সুসি থিয়েটার' (স্থায়িত্বকাল ১৮৩৯-১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইত্যাদিতে।

এর মাঝেই বিভিন্ন স্কুল কলেজে নাটকের অভিনয় শুরু হয়। যথা হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল, ক্যালকাটা একাডেমী, বেথুন স্কুল, ডেভিড হেয়ার একাডেমী, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ইত্যাদিতে। তবে প্রাগুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অভিনীত নাটকগুলি ছিল মূলত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়রের লেখা। তবে সমকালীন বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব সখের থিয়েটারগুলিতে বাংলা নাটকের অভিনয় দেখা যায়। উইলসন কৃত '**বিক্রমোর্ব্বশী**'র ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অভিনয় হয় ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে 'হিন্দু থিয়েটার' (প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) -এ। ১৮৩৫

খ্রিষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে কবি ভারতচন্দ্রের **'বিদ্যাসুন্দর'** -এর অভিনয় হয়। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদগুলি নাট্যালয়ে সাদরে স্থান পেতে শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাটক রচনার সঙ্গে নাট্যালয়ের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে — কারণ নাটক দৃশ্যকাব্য। অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্টি। আর এই নাটকের অভিনয়ই তো বাঙালী মানসে নাটক সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল বোধ জাগিয়ে তোলে। বাঙালি চিত্ত নাট্যজগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে ইংরেজি নাটকের অভিনয় কিংবা ইংরেজিতে অনূদিত হওয়া সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদের অভিনয় কিংবা কোনো বাংলা কাব্যের নাট্যরূপ দানের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত বাঙালি সার্থক বাংলা রচনার দিকে ঝোঁকে। তবে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক পাওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল আরো বেশ কয়েকটি বছর। মূলত পাশ্চাত্য রীতিতে লেখা নাট্যকার জি. সি. গুপ্তের **'কীর্তিবিলাস'** ও তারাচরণ শিকদার -এর **'ভদ্রার্জুন'**, ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে এই দুই মৌলিক নাটক জন্ম নেয়। আর এই মৌলিক নাটকদ্বয় **'ভদ্রার্জুন'** ও **'কীর্তিবিলাস'** কে কেন্দ্র করে বাংলা নাট্যসাহিত্য জগতের শুভারম্ভ যেমন হয় তেমনই বাংলা নাট্য সাহিত্যের আদি পর্বের সূত্রপাতও হয়। কিন্তু কেমন ছিল বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্মলাভোত্তর হাঁটতে শেখার যুগটি। কতটা পূর্ণতা পেয়েছিল বাংলা নাট্যসাহিত্য জগৎ তা জানার উপায় হিসাবে সমসাময়িক নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারণাটি বিশ্লেষণ করে নেওয়ার প্রয়োজন।

প্রথম মৌলিক নাটক লেখার পর (১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের পর) ১৮৭২ সাল অবধি বহু নাটক লেখা হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে এ পর্বের নাটকগুলিকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

১) পৌরাণিক নাটকের ধারা ঃ বাংলা নাটকের একটি বিশিষ্ট ধরণ হল পৌরাণিক নাটক। বিভিন্ন নাট্যকার পৌরাণিক নাটককে অবলম্বন করে এই ধরণের নাটক রচনা করেছেন। তবে নাট্যকাহিনীর প্রয়োজনে পৌরাণিক ঘটনা কিংবা চরিত্রের পরিবর্তন করেছেন। নাট্যকার তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন (জন্ম ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখের হাতে এই পর্বের এই বিশেষ ধারার নাটকের সূত্রপাত। নাট্যকার তারাচরণ শিকদার অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে **'ভদ্রার্জুন'** নামের প্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটকটি লেখেন। নাট্যকার রামনারায়ণের হাতে জন্ম নেয় **'রুক্মিণী হরণ'** (১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত লেখেন **'শর্ম্মিষ্ঠা'** (১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ) ও **'পদ্মাবতী'** (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ), কালীপ্রসন্ন সিংহ (জন্ম ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ) লেখেন **'সাবিত্রী সত্যবান'** (১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ), উমাচরণ দে লেখেন **'নলদয়মন্তী'** নাটক (১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)। হরিশচন্দ্র মিত্রের (জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ) **'জয়দ্রথবধ'** নাটক (১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ), পূর্ণচন্দ্র শর্মার **'শ্রীবৎস রাজার উপ্যাখ্যান'** (১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ), মনোমোহন বসুর (জন্ম ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ- মৃত্যু ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ) **'রাজ্যাভিষেক নাটক'** (১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ), যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্নের **'কীচকবধ'** (১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), কালীদাস সান্যালের **'নলদয়মন্তী'** (১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) উল্লেখ্য।

২) উদ্দেশ্যমূলক-সামাজিক নাটকের ধারা ঃ সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক নাটক। কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলি তৎকালীন বিভিন্ন নাট্যকারকে এই শ্রেণীর নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করে। আলোচ্যপর্বে এই শ্রেণীর বহু নাটক লেখা হয়। কৌলিন্যপ্রথা অবলম্বনে নাট্যকার রামনারায়ণ লেখেন **'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'** (১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ), যার মাধ্যমে বাংলা সামাজিক নাটকের জন্ম হয়। বিধবাবিবাহকে বিষয় করে নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র লেখেন প্রথম সামাজিক ট্র্যাজেডি **'বিধবাবিবাহ'** (১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) নাটক। প্রথম মুসলিম নাট্যকার শিমূয়েল পীরবক্স একই বিষয়ে **'বিধবা বিবাহ'** (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ) লেখেন। বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে নাট্যকার শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় লেখেন **'বাল্য বিবাহ নাটক'**, শ্যামাচরণ শ্রীমণি লেখেন **'বাল্যোদ্বাহ নাটক'**। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের পরে আমরা সামাজিক সমস্যাকে রূপায়িত করে লেখা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যবিহীন সামাজিক নাটকের সন্ধান পাই। এক্ষেত্রে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা **'প্রফুল্ল'** (১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) নাটকটির নাম উল্লেখ করতে পারি।

৩) ঐতিহাসিক-দেশাত্মবোধক নাটকের ধারা ঃ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে মাত্র একটি নাটক এই পর্বে লেখা হয় **'কৃষ্ণকুমারী'** ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে। কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্ণেল টডের রাজস্থান ইতিবৃত্ত ('Annals And Anquities Of Rajasthan') থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে রচনা করেন নাটকটি। রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর জীবনের করুণ পরিণতি ধরা আছে এই নাটকে। নাটকটির গৌরবময় কাহিনী ভারতবাসীর সুপ্ত দেশপ্রেম জাগাতে সাহায্য করেছে। এই বিশেষ ধারাটির যে প্রবর্তনা মধুসূদন করলেন তা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকারদের হাতে পরবর্ত্তীকালে সমাদৃত হয়ে ওঠে।

৪) অনুবাদ নাটকের ধারা ঃ আমরা জেনেছি, বাংলা নাটকের পথচলা শুরু হয় অনূদিত নাটকের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। আর বাংলা নাটকের প্রথম পর্ব অনুবাদ নাটকের প্রাচুর্যে ছিল ভরপুর। সংস্কৃত, ইংরাজি দু ধরনের নাটকের অনুবাদ দেখা যায় এ পর্বে।

সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত নাটকগুলি আলোচ্য পর্বের বাংলা নাটকের ধারাটিকে মুখ্যত নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ১৮৫৫ সালে নন্দকুমার রায় কবি কালিদাসের **'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'** নাটকের অনুবাদ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ভবভূতির **'বিক্রমোর্ব্বশী'** নাটকের অনুবাদ করেন। নাটুকে রামনারায়ণ সংস্কৃত কবি ভট্টনারায়ণের **'বেণীসংহার'** -এর অনুবাদ করেন ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে, ভবভূতির **'রত্নাবলী'** -র অনুবাদ করেন ১৮৫৮খ্রিষ্টাব্দে, কালিদাসের **'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'** -এর অনুবাদ স্বরূপ রচনা করেন **'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক'** ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে এবং ভবভূতির **'মালতী মাধব'** নাটকের অনুবাদ করেন।

আলোচ্য পর্বে নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ইংরাজি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। মূলত সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদই এ পর্বে করা হয়। যেমন

হরচন্দ্রের **'ভানুমতী চিত্ত বিলাস'** - সেক্সপিয়ারের **'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'** এর অনুবাদ; **'চারুমুখচিত্তহরা'** নাটকটি **'রোমিও জুলিয়েট'** - এর অনুবাদ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'নলিনী বসন্ত'** নাটকটি **'টেমপেস্ট'** -এর অনুবাদরূপে এবং হরলাল রায়-এর **'রুদ্রপাল'** নাটকটি **'ম্যাকবেথ'** এর অনুবাদরূপে লিখিত।

৫) প্রহসন রচনার ধারা ঃ সমাজের বিশেষ কোনো দিকের অসঙ্গতিকে হালকা ব্যঙ্গের ঢঙে প্রকাশ করে এই পর্বের একাধিক নাট্যকার রচনা করেন প্রহসন। তবে সৃষ্টির রীতি অনুসরণের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য — এই দুই উপশ্রেণী করা যায়।

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রথম সংস্কৃত আদর্শে প্রহসন রচনা করেন, — **'যেমন কর্ম তেমন ফল'** (দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ / ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ), **'চক্ষুদান'** (১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ), **'উভয়সংঙ্কট'** (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রহসনগুলি স্বচ্ছ লঘু সংলাপ ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের গুণে মনোগ্রাহী হয়েছে।

পাশ্চাত্য আদর্শে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র (জন্ম ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ মদ্যপানের কুফল দেখিয়ে **'সধবার একাদশী'** (১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ), ঘরজামাই প্রথার কুফল নিয়ে **'জামাই বারিক'** (১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ), বিবাহবাতিক গ্রস্থ বৃদ্ধের ছাত্রদের হাতে নাকাল হওয়ার কাহিনী নিয়ে **'বিয়ে পাগলা বুড়ো'** (১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) প্রভৃতি প্রহসনধর্মী রচনা লেখেন। তবে মধুসূদনের হাতে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্য আদর্শে প্রহসনের জন্ম হয়, — **'একেই কি বলে সভ্যতা?'** এবং **'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'**।

এরপর ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে বাংলা নাট্য সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব। 'ন্যাসনেল থিয়েটার' -এর হাত ধরে এই পর্বের সূত্রপাত হয়। টিকিট কেটে নাটক দেখানোর সুব্যবস্থায় আপামর জনসাধারণের হাতের নাগালে চলে আসে বাংলা নাটক। দর্শক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে নাটক লেখার সংখ্যাও যায় বেড়ে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অজস্র নতুন নাটকের জন্ম হয়। নাট্য-সাহিত্য ধারাগুলি অবশ্য তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখে আগের মতোই। তবে পরিস্থিতিক্রমে নাট্য-সাহিত্য শাখার কলেবর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' -এর প্রতিক্রিয়ায় উদ্দেশ্যমূলক নাটক লেখার পরিমাণ যেমন কমে গিয়েছিল তেমনই লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল পৌরাণিক নাটক লেখার সংখ্যা। নাট্যকার হিসাবে এই পর্বে প্রখ্যাত হয়েছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (জন্ম ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ), রাজকৃষ্ণ রায় (জন্ম ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (জন্ম ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ), অমৃতলাল বসু (জন্ম ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ), অতুলকৃষ্ণ মিত্র (জন্ম ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ) উপেন্দ্রনাথ দাস (জন্ম ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ। এছাড়া হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার, কামিনীসুন্দরী

দাসী, কুসুমকুমারী দাসী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী বসু, রাধামাধব কর, হরিমোহন কর্মকার, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র ঘোষ, রামগতি ন্যায়রত্ন, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ মিত্র, প্রমথনাথ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মহেন্দ্রলাল খাঁ ইত্যাদি অজস্র নাট্যকারের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এ পর্বটি। তবে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে নাট্য-সমালোচনার জন্ম হয় আদি পর্বেই। প্রথম বিস্তৃত নাট্যসমালোচনাটি বের হয় এই প্রথম পর্বেই।

কি ছিল সেই সমালোচনাটিতে; তার বিস্তৃত রূপটি দেখার প্রয়োজন। প্রথম বিস্তৃত নাটক সমালোচনাটি বের হয় 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' পত্রিকায়।

আমরা এবার দেখি সমালোচনার বিস্তৃত অবয়বটি —

'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের সমালোচনা *(পৃষ্ঠা ২৫৩-২৬১, ৩ পর্ব্ব, মাঘ, ১৭৭৬ শকাব্দ, বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।)*

'স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই অনুকরণে রত। অন্যের অবস্থা অন্যের ভাব, বা অন্যের বাগদ্বেষাদি ধর্ম উজ্জ্বল রূপে মনে বিকসিত হইলেই সেই ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের অনুকরণ করিতে প্রায়ঃ সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। কদাপি ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ প্রবৃত্তি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুকরণ ক্রিয়া মনুষ্য মাত্রেরই আনন্দজনক। বালকেরা ইহাতে সর্ব্বদা তৎপর; পিতৃমাতৃ বয়স্য পরিজন প্রভৃতিরা জীবনযাত্রায় যে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন করে, বালকেরা তাহার অনুকরণ করিতে নিয়ত অনুরত থাকে; তাহারদিগের অত্যন্ত প্রমোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে ঐ অনুকরণ কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষুদ্র-গৃহের স্থাপন করা, তাহাতে মৃত্তিকাদি পদার্থ দ্বারা কাল্পনিক অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে পুত্র কন্যার ন্যায় লালন পালন করা, তাহার বেশভূষা ও কল্পিত বিবাহাদি সংস্কার সমাধা করা, অপেক্ষায় বালিকার পক্ষে প্রিয়তর ক্রীড়া কিছুই দেখা যায় না; ও বালকের পক্ষে গুরুমহাশয় হওয়া, রাজা হওয়া, চোর হওয়া, কল্পিত অশ্বারোহণ করা প্রভৃতি কার্য্যই অত্যন্ত প্রমোদজনক। বাল্যকালাবধি এই রূপ অণুকরণস্পৃহা বর্দ্ধমানা হইতে ২ অধিক বয়স্ককে অভিনয়ের সৃষ্টি করায়; ফলতঃ ইহলোকে যে সকল ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে প্রমোদ-জননার্থে তাহার অনুকরণের নাম "অভিনয়"।

এই প্রকারে অনুকরণকে অভিনয়ের মূল বলিয়া স্বীকার করিলে স্পষ্ট রূপে প্রতীত হইতে পারে যে, যে ঘটনাদি যে ২ ব্যক্তি দ্বারা সমহিত হয়, অভিনয়েও তত্তাবৎ ব্যক্তির উপস্থিতি থাকা আবশ্যক। ঐ সকল ব্যক্তির প্রভৃত অবয়ব, গঠন, দীর্ঘতা, খর্ব্বতা, বয়ঃক্রম, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যে প্রকার হয় অভিনয়েতে সেই সকলের অবিকল অনুকরণ না হইলে সাতিশয় রসের হানি হয়। অপর প্রকরণবশতঃ অভিনয়েতব্য ব্যক্তিদিগের

হাব ভাব কটাক্ষ এবং বাক্‌স্ফূর্তির অনুকরণ করা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের পরিচ্ছেদ, পদচিহ্ন, বয়ঃক্রম এবং দেশাচার ও অবিকল অনুকরণীয় তাহা নহিলে কে রাজা, কে মন্ত্রী, কে সভ্য কে প্রতীহারী, তাহার নির্য্যাস হওয়া কঠিন হয়, সুতরাং অভিনয়েরও বৈফল্য। এবম্প্রকারে অভিনয় - নিষ্পাদনার্থে রূপের আরোপ করিতে হয় বলিয়া সাহিত্যগ্রন্থে নাটককে "রূপক" † শব্দে বিধান করে।

অনেক কবিতা আছে, যাহাতে ভাব ও ছন্দোলঙ্কারের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, অথচ তাহা রঙ্গভূমিতে পাঠ করিলে কাহার মনোরঞ্জন হয় না; অপর কতগ্‌গুলি কবিতায় ছন্দোলঙ্কারের অনেক ব্যত্যয় আছে, তথাপি রঙ্গভূমিতে মনোরঞ্জনকারিতা গুণ অতি স্পষ্ট দেখা যায়। এই প্রযুক্ত সাহিত্য-কারেরা কাব্যকে "দৃশ্য" ও "শ্রব্য" ★ এই দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন; তন্মধ্যে দৃশ্য কাব্য "রূপক" বা "অভিনয়" নামে বিখ্যাত। ঐ অভিনয়রূপ কবিতার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে তাহার কবিত্ব ও অভিনয়ত্ব উভয় গুণের আলোচনা করিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে নাটকের অধিকাংশ গদ্যে রচিত, তাহাতে কি কবিত্ব থাকিতে পারে? অতএব বক্তব্য যে কবিত্ব শব্দে ছন্দ ও অলঙ্কার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কালিদাস ও বররুচি যে ছন্দে কাব্যরচনা করিয়াছেন ও যে অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, এই ক্ষণকার অনেক কবি তদ্রূপ করিয়া থাকেন, অথচ তাহাতে কেহই কালিদাস হইতে পারেন নাই। মেঘদূতের ছন্দঃ প্রবন্ধাদি সকল লক্ষণের অনুকরণে কোন নব্য কবি "পদাঙ্কদূত" রচিত করিয়াছেন, তথাপি উভয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্যবৎ ভেদ রহিয়াছে, মেঘদতের রমনীয় সুন্দর রস পদাঙ্কদূতের কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে; অতএব কহিতে হইবে রসই †কবিতার প্রাণ; তদ্ভিন্ন কদাপি উত্তম কবিতা হইতে পারে না। কেবল ছন্দোলঙ্কারে কবিতা ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্তি, উভয়ই সমান, প্রকৃতির অনুরূপ বটে, কিন্তু প্রকৃত পদার্থ নহে। রূপকে এই ভাব রক্ষার নিমিত্ত আদৌ যে আখ্যায়িকা রচিত নাটক রচনা করিতে মানস হয়, তাহাতে কেবল এ সকল প্রসঙ্গ একত্রিত করা আবশ্যক যাহাতে হাস্য, করুণা, বীর, রৌদ্র ভয়ানকাদি রসের উদ্দীপন হইতে পারে — সামান্য কথায় মুখ্য কল্পের ব্যাঘাত না হয়; ফলতঃ কবিদিগের প্রধান চাতুর্য্য এই যে সামান্য কথার পরিহার-পূর্ব্বক কেবল মুখ্য কথা সকল এ প্রকারে একত্র করেন, যাহাতে আখ্যায়িকার কোন অংশ অসঙ্গত ও অসম্ভব বোধ না হয়। আখ্যায়িকা মিথ্যা হউক, বা সত্য হউক; তাহাতে কোন হানি হয়না; কিন্তু মনুষ্যের যে অবস্থায় যে

ভাব উদয় হয়, বাক্যদ্বারা তাহার অবিষ্কার ও অবিকল রূপে তত্তদাকারের উৎপাদন করাই মুখ্য কল্প; তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যত্যয় হইলেই রসের হানি হয়।

অসাধারণ - ক্ষমতা - ভিন্ন সর্ব্বত্র এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া নাটক রচিত হইতে পারে না; সুতরাং শুদ্ধভাবান্বিত রূপক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসরাবধি এতদ্দেশে অনেক কবি অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়াও শকুন্তলার সদৃশ রূপক উৎপাদন করিতে পারেন নাই। স্পেন্ দেশে লোপ্ ডি বেগা নামা এক জন কবি ১২৭০ খানি নাটক লিখিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার একখানিও সহৃদয় মহাশয়েরা পাঠ করিতে উৎসুক নহেন।

সমস্ত আমোদজনক পদার্থজাত মধ্যে এবম্প্রকার রূপকের দর্শন সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট; ইহাতে মন ও বুদ্ধির সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয় সন্তৃপ্ত হইয়া থাকে; গীতনৃত্যাদি অন্য আমোদে তাদৃশ্য সুখের সম্ভাবনা নাই। এই প্রযুক্তিই প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে গ্রীক জাতি, রোমীয় জাতি, চীন-জাতি এবং হিন্দু জাতীয়েরা রূপক দর্শনে অত্যন্ত সমুৎসুক ছিলেন, এবং স্ব ২ দেশে যে কোন উৎসব হইলেই ঐ রূপকের প্রচার করিতেন। প্রাচীন হিন্দুদিগেরও এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহারা ইহাতে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতেন, এবং কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি অগ্রগণ্য মহাকবিরা উৎকৃষ্ট রূপক রচনায় যত্নশীল ছিলেন। তাহাতে ঐ মহানুভাবদিগের যত্নও ব্যর্থ হয় নাই; তত্তৎকর্ত্তৃক শকুন্তলা বীর চরিতাদি নাটক রূপক রচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল আশ্চর্য্য রচনায় কবিদিগের অদ্ভুতকৌশলে বাক্যদ্বারা লৌকিক ঘটনাসকল এমনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; যে তৎস্মরণে বুদ্ধির ব্যত্যয় হইয়া তাহাতে সত্যের ভান হইয়া থাকে ভূতকালের ব্যাপার বর্ত্তমান হইয়া উঠে, মিথ্যা সত্য হয়, এবং চিত্রিত পদার্থের অনুকুলে মন কাম ক্রোধাদি রসে আর্দ্র হয়। কবিদিগের কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা। তাঁহারা প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান অলীক কল্পিত গল্পদ্বারা দর্শকমাত্রের বুদ্ধিকে জড়ীভূত করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে অনায়াসে তাহাদিগের মনকে কখন হাস্য, কখন মধুর, কখন বা করুণা রসে মুগ্ধ করিতেছেন; ও অনেককে ক্রন্দন করাইয়া আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

এই মনোহর বিনোদ দুর্দ্দান্ত যবনদিগের রাজ্যকালে এতদ্দেশে একেবারে বিলুপ্ত হয়। কবি ও পণ্ডিতরা দুই একখানি উৎকৃষ্ট রূপক রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ জনগণের মনে তাহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে এইক্ষণে ঐ দুরবস্থার লোপ হইতেছে; এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণ বঙ্গভূমিকে

233310 18 OCT 2011

LIBRARY NBU, DARJEELING

কবিতাসুধাকরের উদয় করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা ওই নির্ম্মল চন্দ্রোদয়ের আদিকিরণ বলিলে বলা যায়।

পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েকখানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমিচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণ প্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।

প্রস্তাবিত নাটকখানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থগার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; এবং কাব্য রচনায় তৎপর। তিনি সমিচীন -যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। আমরা স্বয়ং উপঢৌকনস্বরূপে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তৎপাঠে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর গ্রন্থকারের নিকটে প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। উক্ত গ্রন্থের পাঠাবধি তাহার গুণবর্ণনেও আমাদিগের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু মহোদয় ব্যক্তিরা, উপকৃত ব্যক্তিকৃত উপকারের প্রতি প্রশংসাবাদ অপেক্ষায়, পক্ষপাতবিহীন ব্যক্তির মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণে অধিক পরিতৃপ্ত হন, এই কারণ এবং সহৃদয় আত্মীয়গণের বিশেষ অনুরোধবশতঃ, কেবল স্বাভিমত তদ্‌গুণ বর্ণন না করিয়া "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" পাঠ সময়ে তদ্‌গুণ বিষয়ে আমাদিগের মনে যে ২ স্থানে যে ২ ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহাতে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা নাই বটে, পরন্তু বোধ করি, আত্মীয়বর্গ; গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গ সুতৃপ্ত হইবেন। "বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে" অভিনয় দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকারে রূপক-রচনা সর্ব্বদাই করিতেন। "ধূর্ত্তনর্তক", "কৌতুকসর্ব্বস্ব" প্রভৃতি রূপক সকল এই অভিপ্রায়েই প্রস্তুত হইয়াছিল। জগদীশ নামা এক জন কবি, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞদিগের অধর্ম্মোৎসেদার্থে "হাস্যার্ণব" নামে একটি রূপক প্রস্তুত করেন। যদিচ তাহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে; তথাপি তাহা কুলীন-কুল সর্ব্বস্বের আদর্শ স্বরূপ বলিলে বলা যায়। তাহাতে অন্যায় সিন্ধু-রাজা আপন নগর

ভ্রমণ করিতে ২ স্বাধ্বী স্ত্রী, গেহিন্যনুরক্তস্বামি ধর্ম্মের সমাদর, অধর্ম্মের অবহেলা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে যাহাতে ব্রাহ্মণে পাদুকা প্রস্তুত করে, ও অন্যান্য সৎপ্রথা স্থাপিত হয়, তদর্থে এক বারাঙ্গনার গৃহে উপস্থিত হন। পরে তথায় বিশ্বভাণ্ড নামা এক শৈব যোগী ও তাহার শিষ্য কলহাঙ্কুর আসিয়া এক বেশ্যার নিমিত্ত কলহ উত্থাপন করে। অপর রাজার প্রিয় চিকিৎসক ব্যাধিসিন্ধু; যিনি জিহ্বায় তপ্তশলাকা বিন্ধ করিয়া শূলরোগের প্রতিকার করেন, ও তাঁহার সাধুহিংসক কোতোয়াল, যিনি সমস্ত নগর চোরদিগকে সমর্পিত করিয়া পরম হর্ষান্বিত হন ও তাহার রণজম্বুক সেনাপতি প্রভৃতি পারিসদ্‌গণ উপস্থিত হইয়া নাট্যের কার্য্য সমাধা করে। সাহিত্যকারদিগের মতানুসারে এবম্প্রকার রচনার নাম "প্রহসন" এবং তাহাতে দুই অঙ্কমাত্র থাকা উপযুক্ত★। বিজ্ঞবর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে ষড়ঙ্ক-সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য অনুভূত হইতেছে না, বোধহয়, বঙ্গভাষায় রূপকের প্রভেদ রক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তদ্রূপ করিয়া থাকিবেন, পরন্তু সে সন্দেহ পাঠক-দিগের মনে বহুকাল স্থান পাইবার নহে; নটীর সুললিত গানে মোহিত হইয়া অবিলম্বেই তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। এতদ্দেশীয় কবিরা প্রায়ঃ বৃত্তচ্ছন্দেই কবিতা রচনা করিয়া থাকেন; এবং মধ্যে ২ নাগবিলাস, চম্পকলতা প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টিও করিয়া থাকেন; কিন্তু অত্যল্প লোকে পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ মাত্রাছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার "সুকণ্ঠ-নির্গলিত সুসঙ্গীতটি"র পাঠমাত্রই জয়দেবের ভুবন বিখ্যাত গীতগোবিন্দের স্মরণ হয়। আমাদিগের এ অভিপ্রায়ের সাক্ষিস্বরূপে উক্ত গীতটি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"চূতমুকুলকুল সঞ্চলদলিকুল,
গুণ ২ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল, কলরব সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে।।
রতিপতিনর্ত্তন, বিরসবিকর্ত্তন,
শুভ-ঋতুরাজ সমাজে
নব ২ কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে"।।

প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকার কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই;

কৌলিন্য-মর্য্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পূর্ব্ব দিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পর দিন এক অতি বৃদ্ধ কুলীন পাত্রে আপন কন্যাচতুষ্টয়কে সম্প্রদান করাই ইহার স্থূল তাৎপর্য; পরন্তু সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরম চাতুর্য্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত অতি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কন্যা কর্ত্তা কুলপালক প্রসঙ্গবিধায়ে সর্ব্বপ্রধান; তাঁহার বর্ণনা-পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত অথচ কুলাভিমান রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্থ কুলীনের মূর্ত্তি মনোমধ্যে অবিকল উদিত হয়; কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি বোধ হয় না। পরন্তু নাটকের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রধান নায়ক তিনি নহেন, তদ্বিষয়ে অনৃতাচার্য্য চূড়ামনিই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিতে হইবে। ঘটকের জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে তিনি সকল ঘটেই বর্ত্তমান; বোধ হয়, তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয় অনেক প্রযত্নে উহার চরিত্রের বিন্যাস করিয়া থাকিবেন; পরন্তু তৎপাঠানন্তর আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতে স্বভাবতঃ ধূর্ত্ত ঘটকের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি অনুভূত হইল না; কোন পরিচিত পদার্থের চিত্রপটের স্থানে ২ অসংলগ্ন বর্ণবিন্যস্ত থাকিলে যদ্রূপ নয়নের অতৃপ্তি জন্মে, ঘটক রাজের চরিত্রে তদ্রূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নাটককার তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ঘটকচূড়ামণির চরিত্র কি প্রকারে বর্ণিবেন, তাহার সংলাপ এই বাক্যে করিয়াছেন

তদ্যথা,

"আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি জলধির সেতু।।
অনর্থ অনর্থের লাগি ত্যক্তধর্ম্মকর্ম্মা।
চূড়ামনি মিথ্যাবাদী অনৃতার্য্য শর্ম্মা।।

এই প্রতিজ্ঞানুসারে সর্ব্বত্রই তাহাকে অত্যন্ত ধূর্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু যে ব্যক্তি অর্থের লালসায় নিরন্তর শঠতায় অনুরত; তাহার মুখে আপন পিতৃনামের অজ্ঞতাসূচক নিম্নোদ্ধৃত সংলাপ সাদৃশ অকিঞ্চনদিগের অল্প বিবেচনায় কোন মতে সংলগ্ন বোধ হয় না। আমাদিগের বোধ আছে যে সৎ কি অসৎ, বিজ্ঞ কি অজ্ঞ, বঙ্গদেশীয় কোন ঘটক এ প্রকার বাক্য কখন মুখে আনয়ন করে না। শুভাচার্য্যের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি মনে করিলেও এ বাক্য উপযুক্ত বোধ হয় না।

শুভচার্য্য। আপনকার পিতৃ ঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃতাচার্য। আঁ কি বল্যেহে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম।

শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনৃ। বড় মশা।

শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অনৃ। অধিক দিন হইল আমার পিতৃ ঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুভ। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহলোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

অনৃ। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি তবে তো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভ। কে আছ হে— শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃ নামও বিস্মৃত হন। কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম ইহার মুখাগ্রবর্তী, সে সময়ে একটাও ঠেকে না।

অনৃ। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি। যাহা আইসে একটা বলিলেই হয়। ভাল সে কথা থাকুক— তুমি কোন ব্যবসায়ী?

এই কথোপকথনের পরে শুভাচার্য্য ঘটকের লক্ষণ জিজ্ঞাসিলে অনৃতাচার্য্য কহেন।

অনৃ। হাঁ, বাপু হে পথে আইস, আমার নিকট শুনিবে? শুন।

প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন,
ধর্ম্মাধর্ম্মে নাই বিচারণ।
না পাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পটু,
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ।।
বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট,
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।
বিবাদে নারদসম, মূর্ত্তিমান্ যেন তম,
হয় নয় বল সুধীবর।।

বেল্লিক পুরাণে মাত্লামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপুহে, এসকল জানতে হয়, এসকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এসকল গুণে ভূষিত হইয়াই "ঘটক চূড়ামণি" নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব — আমি সাবর্ণ-গৃহে কত শত কৈবর্ত্তকন্যা চালাএছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্ত্তির সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটাএছি; আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ আতুর, এ সমস্ত তো আমার

শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খাড়ীবাটীর কচিরাম চক্রবর্ত্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদ্দক্ষিণা পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ অপরূপ চাতুর্য্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও। ভালো আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে?

এ উক্তির প্রথম ভাগ অনৃতের মুখে স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয় না, সুধীরের মুখে অতি পরিপাটী হইত। কেহ ২ মনে করেন, শেষ ভাগও অন্য কোন নটের মুখে থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু আমাদের বোধে, সাক্ষাৎ দম্ভাবতার ঘটকের পক্ষে একথা নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান হয় না।

শুভাচার্য্য অনৃতের পরোক্ষে কহেন।

শুভ। (জনান্তিকে) ওহে ভাই সুধীর, একি? ডঃ বেটা কি দাম্ভিক। বোধ হয় দম্ভই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহামাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে। ★★★

কিন্তু একথা রক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থকার চূড়ামণির মুখে কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ কথা দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা থাকিলে উত্তম হইত। অনৃতাচার্য্য সত্যের বিপর্য্যয়ে তৎপর বটেন, কিন্তু ব্যাকরণের সহিত তাঁহার বিশেষ বিবাদ বোধ হয় না। অপর কুলপালকের সম্মুখে তিনি যে কৌশলে গৃহাচার্য্যকে দূরীকৃত করেন, প্রকৃত লোকযাত্রায় কোন বিজ্ঞ কন্যাকর্ত্তার প্রত্যক্ষে কেহ তাহা অবলম্বন করিতে পারে না।

কুলপালকের গেহিনী "ব্রাহ্মণীর" বাক্যালাপে বোধ হয়, তিনি পূর্ণবয়স্কা প্রৌঢ়া, জামাইবেটা কত কথা জানে, তাহা শুনিতে, "ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্রে" তাহাকে ভেড়া করিয়া রাখিতে, ও যাহাতে "সুখের কামাই" না হয়। ইত্যাদি নানাভিলাষে বিলক্ষণ অনুরক্তা, কোন মতে আতুরাবৃদ্ধার ন্যায় নহেন, পরন্তু কুলপালকের বাক্যানুসারে, তাঁহার চারি কন্যা, তন্মধ্যে "বড় কন্যার" অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই; "মধ্যম" টির সকল কেশও পক্ক হয় নাই, তৃতীয় কন্যাও প্রায় মধ্যমটীর মত; আর আমার যে "কনিষ্ঠা কন্যা" সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত "পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে"।

এই কন্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া জাহ্নবী ও শান্তবী আপন ২ বয়ঃক্রমানুসারে সশ্লেষে মাতৃসহিত বিবাহের আলাপ করে; কিন্তু কামিনীটী তাদৃশ শান্ত

নহে। তাহার বয়স প্রায়ঃ মধ্যমটীর মতন, "সকল চুল পাকে নাই" অথচ আবদারে পরিপূর্ণ, এই মায়ের কথায় বিশ্বাস হয় না, আবার বরের বয়স শুন্তে চায়, অথচ "যা হোক বিবাহ হইলেই হয়" (৩২ পৃষ্ঠে) আবার বলে, "ওমা সত্যি বর কি এসেছে?" "বাসা দিছিস্ কোথায় মা? চুপি ২ দেক্‌তে "গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা"? এদিগে গোপনে গিয়া বর দেখিয়া (১০৮ পৃষ্ঠে) "বড় দিদির কপাল ভাল, যেমন দেবা তেমনি দেবী" দেখে, তথাপি সে বরং পদে আছে, তাহার কনিষ্ঠা কিশোরী তাহা হইতেও এক কাঠি অধিক। "বাছা পৌষ মাসে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে", এবং কবিতায় বসন্ত ও বিরহ বর্ণনেও অপটু নহে; তথাপি মার বিবাহ দেখিতে উদ্যত।

তাহার ভাবে বোধ হয়, কুলপালক আপন দুহিতাদিগের বয়ঃক্রম বর্ণিতে ভুলিয়াছেন; প্রথমা ৩৫ বৎসর, দ্বিতীয়া ২৫, তৃতীয় ১৪ এবং কামিনী ৮ বৎসর হইলে সকলের কথা সংলগ্ন হইত। এ বিষয়ে পাঠকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাহার মাতৃ-সহিত কথোপকথন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শ্লেষোক্তি বলিয়া ইহার অভব্যতা কাটান যাইতে পারে কি না।

কিশোরী। (সোৎসুকা)

প্রফুল্ল বকুল ফুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল,
অনুকুল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন, সদা করে অকিঞ্চন,
বল্লালির দিতে বিসর্জ্জন।
কুলে কালি দিয়ে কালী, বলে চলে যাব কালি,
ঘটকালী কি করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন, করিব গো বিতরণ,
নাহি ভয় থাকিবে কাহার।।

কে রে আমায় ডাকলে?

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লি?

ব্রাহ্মনী। তুই কালি অবধি কোথায় রে? দেক্‌তে পাইনে কেন?

কিশোরী। ওমা, ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মনী। না বাছা, আর এমন্ যেয়োনা, ডাগোর ডোগোর মেয়ে যেতে আছে? লোকে যে নিন্দে কর্বে, ছি।

কিশোরী। ওমা, কেন নিন্দে কর্বে মা, কর্বে না, হে মা আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মনী। না বাছা, আর যেয়ো না, আজি এক কর্ম্ম আচে।

কিশোরী। কি কম্ম মা?

ব্রাহ্মণী। বাছা, আজি আমাদের বাড়ীতে এক শুভকর্ম্ম হবে।

কিশোরী। ও মা, কি শুভ কম্ম বল্ না মা? হে মা বল, কি শুভ কম্ম। বলবিনে ২?

ব্রাহ্মনী। কেন গো, বল্বো না কেন? আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) ওমা, 'বে' কাকে বলে মা?

ব্রাহ্মণী। 'বে' কাকে বলে তাও জানিস নে বাছা? 'প্রধান সংস্কার'।

কিশোরী। ওমা, তা কি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী। বাছা, 'বে' কি খেতে হয়? রাঙাবর আস্বে, তোদের 'বে' কর্বে, কতো ঘটাঘটি হবে, সে কি বাছা কিছুই জানিস্ নে?

কিশোরী। হাঁ ২, সেই 'বে'? তা আমি জানি, তা কার হবে মা?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ওমা, তবে তোর হবে না।

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ; তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বল্তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে, ও মা কার সঙ্গে হয়েছে, বল্না মা?

ব্রাহ্মনী। (সক্রোধে) দূর হ, আমায় ব্যস্ত করিস নে, যদ্দিচি নানান জ্বালা, তোরা সকলে এখন বাড়ীতে যা।

তৃতীয়াংকের প্রধান প্রক্রিয়া কামিণীগণের জল-সওয়া; তাহার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; মোহিনীর প্রবেশ অবধি সকল কর্ম্ম সুপরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। মহিলাগণের আপন ২ স্বামি সম্বন্ধে বিলাপ পাঠে অনেকের মনে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থস্থ সুন্দর দর্শনে কামিনীগণের উক্তি মনে পড়িতে পারে, কেহ বা এই অঙ্কের কবিতার বাহুল্য বিষয়ে সাহিত্য কবিদিগের নিষেধ স্মরণ করিতে পারেন, পরন্তু নিম্নোদ্ধৃত গর্ভাঙ্কের পরম সৌন্দর্য্যের ও অবিকল স্বভাব সাদৃশ্যের প্রশংসা

অবশ্যই করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মোহিনী। এই তো বে বাড়ি, কৈ কে কোথা গো? কাকেও যে দেক্‌তে পাইনে। ওমা সে এ কি গো? ঐ যে কথায় বলে "যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়া পড়সীর"।

ভামিনী। মরণ, ও কি হলো? মিল্লো কৈ লো?

মোহিনী। আর ভাই, মেলে কৈ?

ভামিনী। গুণ থাখ্‌লেই মেলে, "যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়্‌সীর ঘুম নাই"। দেক্‌দেকি মিল্লো কি না?

মোহিনী। ভাল ভাই, তাই যেন মিল্লো এখন বে বাড়ির কাকেও যে মেলে না, তার কি বলনা?

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে বাড়ি, অচ্চ কিছুই দেক্‌তে পাইনে। বাদ্দি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই; সে কি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথায় যাব?

হেমলতা। এই যে ভাই এক্‌টা কলাগাচ রয়েচে।

যমুনা। অমন কত গাচ কত দিকে আচে, আসল কৈ লো? বাড়িল্লোক কই?

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল, বাছা সকল, এসেচো এস ২, আসবে বৈ কি; তোমাদের কম্ম, কর্ব্যে কম্মাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে, তোমরা না কল্যে কে কর্ব্যে? জ্ঞাতি বল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো ঠান্‌দিদি বলি একি লো? মেয়েদ্দের বে দিতে বসেছিস, তা সব ফাকিজুকি, ঘটাঘটি কৈ, কিছুই যে দেখিনে?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই 'ঘটা' কুলীনের মেয়ের 'বে', ঘটাই ভার, আবার 'ঘটা' পাব কোথা বোন্? তবে তোরা এসেছিস্ এই ঘটাই 'ঘটা'।

কামিনী। ওলো হেমলতা, জানিস্‌নে বড় গিন্নির সব ফাকি, নিখরচায় জামাই পাবে ছাড়বে কেন?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ওকথা কি বলতে আছে? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি? যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জলসৈতে যা দেখি?

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেচে,

(বাটীমধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রস্থান)

তার জন্য জল সৈতে হবে না, তাকে জল সৈ কল্লিই জল হয় — — শুনে

গেলিনে মাগি?

এই অভিনয়ের কিঞ্চিৎ পরে (৫২ পৃষ্ঠে) যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এমন পাষাণ হৃদয় কেহই নাই, যে একেবারে মহাপাপীয়সী কৌলিন্য প্রথার উৎসেদার্থে একাগ্রচিত্ত না হয়, তদুক্ত জামাতার ন্যায় নরাধম কি ভূমন্ডলে আর আছে?

পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই মনে করিতে পারেন, যে সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত-কর্তৃক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বর্ণনা অবশ্যই উত্তম হইবে, কিন্তু যদবধি তাঁহারা প্রস্তাবিত সহস্ত ধর্ম্মশীল ও তর্কবাগীশের বর্ণনা না পড়েন, তদবধি বর্ণনা দ্বারা কি পর্য্যন্ত প্রকৃতের প্রতিমা মনে উদিত হয়, তাহার অনুভব করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মশীলকে লৌকিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, শাস্ত্রে একাগ্রচিত্ত, অথচ অষ্টাভিলাসী অধ্যাপকবর্গের আদর্শ স্বরূপ বলিলে বলা যায়।

কুলীন-কামিনীদিগের দুঃখবর্ণনা করণানন্তর তাহাদের দুঃখদাতা কুলীন কলিপুত্রদিগের মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে অনায়াসেই স্পৃহা হইতে পারে; তর্কসিদ্ধান্ত বিবাহ বণিক, অধর্ম্মরুচি, ও উত্তম মুখোপাধ্যাযের চরিত্রেই অতি পরিপাটীরূপে সে স্পৃহা নিবৃত্ত করিয়াছেন। কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব- দ্বেষী কুলীন "বলির চেলা" এমত কেহই নাই, যে সে চরিত্রের কোন অংশে তিলার্দ্ধ দোষারোপ করিতে পারে। বিবাহ বণিক (৭২ পৃষ্ঠে) "১২৫২ শালের ৩রা মাঘ বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে" বিবাহ করিয়া কি প্রকারে ১২৬১ সালে "এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে" প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সন্দেহজনক মনে হইতে পারে, পরন্তু বণিকজীর "ফর্দ্দে" বিশ্বাস কি? তাঁহার "লেখাপড়া" কুলধনের কন্যার ঠিকুজির ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া থাকিবে।

বয়সে বড় অধিক নয়, সে দিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম ঠিকুজিখান জীর্ণ হয়ছে, আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়েস কত তা ভাই বুঝিতে পারিলাম যে এই বড় পিসীর বইসী কুলীনকুল সম্বন্ধে (৯পৃষ্ঠে) বাবণিগ্বর ১২৪২ কে ১২৫২ পড়িয়া থাকিবেন।

অতঃপর কন্যাপ্রসূ গর্ভবতীর দুঃখ, কন্যা বিক্রয়ের দোষোদঘোষণ, ফলারের লক্ষণ, বিরহি পঞ্চাননের যাতনা, ও অভব্যচন্দ্রের পরিচয় প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে তর্কসিদ্ধান্ত এতদ্দেশীয় অনেক ব্যাপারের সুবর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু এ অল্পায়তন পত্রে তাহার আলোচনা করায় নিরস্ত হতে হইল; পরন্তু এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য, যে বঙ্গভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে

কুলীন-কুলসর্ব্বস্বই রঙ্গভূমিতে অভিনীত হওয়ার উপযুক্ত; তাহার অভিনয় যাদৃশ মনোহর বিনোদের মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাদৃশ সদ্‌বিনোদ অধুনা বঙ্গভাষায় আছে, এমত কিছুই আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে না। প্রস্তাবিত নাটক পাঠেও প্রায়ঃ সকলেই পরিতুষ্ট হইবেন; অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছি, যে পাঠকগণ সকলেই "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" আলোচনায় আনন্দ লাভ করুন।'

★ *ভবেদভিনয়োহবস্থানুকারঃ। অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণই অভিনয়। সাহিত্যদর্পণে ৬ পরিচ্ছেদে ২৭৪ কারিকা।*

†*রূপারোপাত্তু রূপকং। সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৭৩ কারিকা।*

★ *দৃশ্যশ্রব্যতবভেদেন পুণঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৭২ কারিকা।*

† *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। সাহিত্যদর্পণে ৩ কারিকা।*

এই সমালোচনাটি তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। অনেকে যাঁরা এই নাটক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তাঁরা এই নাটকটির অভিনয় দেখতে আগ্রহী হলেন এবং এই নাটক দেখার পর পুনর্বার সমালোচনার সমালোচনাও প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর কতই না সমালোচনা বেরিয়েছে সমগ্র উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলিতে। সেগুলির মধ্যে যেগুলি আমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজিত করে সমালোচনাগুলির প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হল।

আমরা দেখেছি প্রথম যে বিস্তৃত নাট্যসমালোচনাটি বের হয়, সেটি সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক নাটক। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে বাংলা পৌরাণিক নাটকের সমালোচনাই আমাদের দৃষ্টিপথে এসেছে। আর বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটকদ্বয়ের মধ্যে অন্যতম নাটক 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ) পৌরাণিক। তাই নাট্যসমালোচনার ক্রমাঙ্কিত পট বিভাজনে আমরা পরবর্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিশ শতকের পৌরাণিক নাটকের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এরপর তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে উদ্দেশ্যমূলক-সামাজিক নাটক, অনুবাদ নাটক, ঐতিহাসিক-দেশাত্মবোধক নাটক, লঘু নাটক তথা প্রহসন এবং অন্যবিধ নাটকের সমালোচনাভিত্তিক স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকের সমস্ত ধরণের নাটকের যেগুলির সমালোচনা পাওয়া গেছে সেগুলির আলোচনা আমার গবেষণা-কর্মে স্থান পেয়েছে।